অনুরাধা শর্মা পূজারীর 'চাহেবপুৰাৰ বৰষুণ' উপন্যাসে মানবিক সম্পর্কের নানা মাত্রা

কণিকা চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

অনুরাধা শর্মা পূজারীর তৃতীয় উপন্যাস 'চাহেবপুৰাৰ বৰষুণ' একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ২০০৩ সালে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় । এই উপন্যাসটির জন্যই তিনি অসম সাহিত্য সভা থেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের পুরস্কার পেয়েছিলেন। উপন্যাসের পটভূমি অসমীয়া সাহিত্য জগৎ ও অসমীয়া মানুষের জন্য সম্পূর্ণ নতুন। নারীকেন্দ্রিক ধারণায় আরম্ভ হওয়া এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হলো বর্ষা । বর্ষাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের মূল ঘূর্ণাবর্ত। ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত উপন্যাসটির প্রত্যেকটি অধ্যায়ে বর্ণিত বর্ষার ধারা উপন্যাসের মূল চরিত্র বর্ষার জীবনের সাথে যেন মিলে গেছে, আর সেভাবেই বর্ষার জীবনে আসে নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন মুক্তির স্বপ্ন । সুখ-দুঃখের ধারণাটি প্রত্যেক মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন। কেউ যদি শীত তাপ নিয়ন্ত্রিত বন্ধ ঘরে থাকা বিলাসী জীবন কে সুখ বলে মেনে নেয়, ঠিক তার অন্যদিকে হয়তো আরেকজন বিলাসিতাকে পায়ে ঠেলে দরিদ্র-নিপীড়িত-খুদিতদের দুঃখ দূর করার জন্য রোদ-বৃষ্টি সহ্য করে সেই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে প্রকৃত সুখের সন্ধান পায়। আমরা দেখতে পাই কিছু মানুষ সম্পূর্ণরূপে একা থেকেও আনন্দের সঙ্গে নিজের জীবন ও মনকে ভরিয়ে রাখতে পারে, আর এসবের ঠিক উল্টোদিকে আবার আমরা দেখি নিজের অত্যন্ত কাছের মানুষ বা জীবনসঙ্গী বা পরম আত্মীয় পাশে থাকার পরও জীবনে অনুভব হয় নিঃসঙ্গ ও অসহায়ত্ব । সমাজের প্রত্যেক মানুষের জীবনের এই নানান দিক গুলোকে লেখিকা স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর এই উপন্যাসের মধ্যে। এক সবল নারী চরিত্র হিসেবে বর্ষা চরিত্রটি যেন অনুরাধা শর্মা পূজারীর কেবল সৃষ্ট চরিত্র নয় বরং নারী কেন্দ্রিক-নারী ভাবনায় উজ্জ্বল অন্যান্য লেখিকার চরিত্রের মতো বর্ষা সাহসী ও স্পষ্টবাদী । আলোচ্য উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র বর্ষার মাধ্যমে যে ভাবনা ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। পুরুষের আধিপত্যকে না মেনে নিজের রুচি-অভিরুচিতে দৃঢ় থাকার জন্য বর্ষা তার প্রেমিক প্রান্তিকের চোখে চরিত্রহীনা হতে পারে, ঘরের মানুষের জন্য বংশের কলঙ্ক হতে পারে, কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজে বর্ষার মতো নারী চরিত্রের খুবই প্রয়োজন ।

উপন্যাসটির কাহিনী আরম্ভ হয়েছে বিহারের এক রেল স্টেশনে। যে জায়গা থেকে কাহিনীর শুরু সেখানেই রেলগাড়িটা থামাতে হয়েছিল একটি দুর্ঘটনার কারণে। সেই রেলগাড়িতে শীত-তাপ নিয়ন্ত্রিত একটি কোচে এই উপন্যাসের নায়িকা ও তার ভাবি স্বামী প্রান্তিক ছিল। দু বছর আমেরিকায় থাকার পর বিয়ের জন্য আসা প্রান্তিক দিল্লিতে থাকা বর্ষাকে নিয়ে আসামের অভিমুখে এসেছিল। দুজনের কথোপকথনে তাদের মাঝখানকার আত্মীয়তা, শারীরিক স্পর্শের সুখ -- এই সকলের মধ্য দিয়ে তাদের মাঝখানকার প্রেম এবং নিবিড় অন্তরঙ্গতার কথা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু প্রান্তিকের কিছু কিছু কথা বর্ষাকে চিন্তিত করেছিল -- *" এই যে তুমি আৰু মই চৰিফুট দূৰত্বত অচিনাকি মানুহৰ দৰে আছো, য়ং কপাল, হু আর গোয়িং টু ডিমেরিট অফ সিক্সটিন ডেইজ দিস ইজ নট নরমাল। "*১

বর্ষা হঠাৎ মনে করলো প্রান্তিক তার পড়তে থাকা ম্যাগাজিন সরিয়ে রেখে বর্ষার শরীরের এক বিশেষ অংশের দিকে চেয়ে আছে। প্রান্তিক সংজ্ঞাহীন মানুষের মতো কোনো পরিস্থিতিকে ভ্রুক্ষেপ না করে হঠাৎ বর্ষাকে উদ্দামভাবে চুমু খেতে আরম্ভ করলো। প্রান্তিকের এই ব্যবহার তার কাছে আশ্চর্য হয়ে দাঁড়ালো। সে যাত্রায় বর্ষা ও প্রান্তিকের মধ্যে হওয়া কথোপকথনে বর্ষার মনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে থাকা বিশ্বাস ও নির্ভরতার প্রতি সন্দেহ বৃদ্ধি করে। *"আৰু মাত্র ষোল্লদিন পাছতে বিবাহ হব লগা তাইৰ প্রেমিক প্রান্তিকর নিবিড় আলিঙ্গনত বর্ষাই অনুভব কৰিলে ৰেলৰ উঁকিটু আহি তাইৰ বুকুৰ মাজত বন্দী হৈ গল।.... তাইৰ হঠাতে অনুভব হল তাই বাৰু সচাঁকৈয়ে প্রান্তিক চিনি পাইছেনে?"*২

এই প্রশ্নটিই বর্ষাকে প্রান্তিকের থেকে অনেক দূরে নিয়ে এসেছিল। পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক কি কেবল দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ? সবকিছু জানার পরও একটি মেয়ের তথা একটি নারীকে নিজের সমস্ত সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে পুরুষের ইচ্ছা ও দমন শক্তির কাছে নিজেকে অর্পণ করতে হয়। বর্ষা নিজের মার মধ্যে অ্যাডজাস্টমেন্টের বরাবর দেখে এসেছিল। বর্ষা সেই যাত্রায় আবিষ্কার করে প্রান্তিক যদিও অনেক শিক্ষিত কিন্তু তথাপি তার চিন্তা ভাবনায় রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রূঢ় মানসিকতা।

প্রান্তিকের মুখে শোনা যায় তার বান্ধবী মারিয়া ও তার বয়ফ্রেন্ড মার্ক দুই বছর লিভটুগেদার করার পরে বিয়ের ছয় মাসের মধ্যে তাদের সেপারেশন হয়ে যায়। এই সেপারেশনটা বর্ষার ভালো লাগেনি। কিন্তু প্রান্তিকের কাছে এটা সাধারণ কথা। প্রান্তিকের মতে সকলের নিজস্ব একটা স্বতন্ত্র মন থাকে। প্রান্তিক বিদেশ সম্পর্কে বর্ষাকে বলে- *"বিদেশৰ কথা বেলেগ। সিঁহতৰ নিজৰ জীবন লৈ অপাৰ স্বাধীনতা। নিজৰ জীবনৰ অংশীদার কেবল নিজেই... ।"*৩

প্রান্তিকের এই ধরনের কথাগুলো বর্ষাকে অনেক না ভাবা কথাগুলোকে ভাবিয়ে তুলতে বাধ্য করেছিল। বর্ষার মনের এই চিন্তার ধূলিকণা গুলোকে পরিষ্কার করার জন্য কিছু বৃষ্টির ধারার প্রয়োজন ছিল।

পথের দুর্ঘটনা শারীরিকভাবে মানুষের বেশি অনিষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু মানসিকভাবে বর্ষাকে বেশি আঘাত করেছিল। এসি কোচের জলঢাকার খবর পেয়ে জল না থাকা সাধারণ কোচের যাত্রীরা জলের জন্য বর্ষাদের কোচে এসেছিল । কিন্তু আমাদের সমাজের মানুষরা এখনো এমন উদার হয়নি যে অতিরিক্ত জল দিয়ে নিপীড়িত সকলকে সহায় করার কথা ভাববে । নিপীড়িত মানুষদের জল দেওয়ার জন্য বর্ষা যখন শেখ হোসেনকে দু-বোতল জল দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে প্রান্তিক তখন তাকে বাধা দেয় । বর্ষা কারো কথা না শুনে বহুদূর হেঁটে জলের বোতল দুটি শেখর হোসেনকে দিয়ে আসে। নিজের ব্যক্তিসত্তার মর্যাদার জন্য সজাগ, নিজের রুচি অভিরুচিতে মূল্য আরোপ করা এই শিক্ষিতা নারীর এই ঘটনা থেকে আরম্ভ হয় পুরুষের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বদ্ধমূল ধারণার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা বর্ষার জীবনে মুক্তির জন্যে যে বৃষ্টির ধারার প্রয়োজন ছিল, সেই বৃষ্টির ধারায় নিয়ে আসে শেখর হুসেইন নামের এই ব্যক্তি। দুই বছর আমেরিকায় থেকে আসা অসমীয়া সমাজ সংস্কৃতি, ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গে মিলিত হওয়া প্রান্তিকের সঙ্গে এই মানুষের আকাশ-পাতাল তফাৎ।

সাহেবপুরা স্টেশনে রেল দুর্ঘটনায় যাত্রী সকলকে সামান্য জল দিয়ে সাহায্য করার জন্য বর্ষা শেখর হোসেনকে জলের দুটি বোতল দিয়ে আসে। সেই বিষয় নিয়েই প্রান্তিক ও বর্ষার মাঝখানে মতবিরোধ হয়। হিন্দু মা ও মুসলমান পিতার সন্তান শেখর হোসেন প্রায় বারো বছর আমেরিকায় থেকে ভারতে ফিরে এসে গত সাত বছর ধরে ইনসাইট নামের একটি এনজিও তথা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান খুলে সমাজের নিপীড়িত অসহায় মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। কিন্তু এরই মধ্যে মাত্র দু বছর আমেরিকায় থেকে আসা প্রান্তিকের সঙ্গে শেখর হোসেনের একটা অনেক বড় পার্থক্য লক্ষ্য করে বর্ষা । দিল্লির থেকে রেলগাড়িতে আসার জন্য প্রান্তিক অস্বীকার করেছিল কারণ সে মনে করে রেলগাড়িতে যাত্রা করলে হয়তো দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাকে অপরিষ্কার পরিবেশে থাকতে হবে । কিন্তু বর্ষার অনুরোধেই সে আসতে রাজি হয় । আরেকদিকে আমেরিকান এক যুবতীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ থাকার পরে প্রেমিকার মৃত্যুতে একাকী জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত নেয় শেখর হুসেইন। নিজের জীবনকে তিনি অর্পণ করতে চেয়েছেন দরিদ্র নিপীড়িত ও অসহায় মানুষের সেবার কাজে ও তাদের সঙ্গে জীবন কাটাবে বলে মনস্থির করে । শেখর হোসেনের সঙ্গে পরিচয়ের পরে বর্ষা জীবনের বাস্তব দিকগুলোর সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে। শেখর হোসেনের

জীবনের কথা জানতে পেরে বর্ষা তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করতে শুরু করে। কিন্তু শেখর হোসেনের প্রতি বর্ষার এই শ্রদ্ধাভাব দেখে প্রান্তিক বর্ষার চরিত্র নিয়ে সন্দেহের প্রকাশ জানায়। প্রান্তিকের নীচ-মনের কথাবার্তা, ব্যবহার ইত্যাদি এতদিন বর্ষার চোখে ধরা পড়েনি। কিন্তু সাহেবপুরার এই ছোট্ট রেলওয়ে স্টেশনে এই সকল বিষয় যেন একটা একটা পৃষ্ঠার মত বর্ষার কাছে ধরা পড়ছিল । যে মানুষের নিজের দেশ ও মানুষের প্রতি কোন সৎ সম্ভাবনাই নেই সেই মানুষের স্ত্রী হয়ে তার কথায় ওঠাবসা করে, নিজের নিজস্বতাকে বিসর্জন দিয়ে আমেরিকায় চলে যাওয়া এই কথাটা বর্ষা ভাবতেও চায়না। তাই সে প্রান্তিককে বলে- *"ছরি প্রান্তিক। মোর সম্পর্কে তোমার যি ধারণা সেয়া লই মই তোমার স্ত্রী হব নোয়ারিম। মোর কোন মর্যাদায় নাথাকিব।"৪* আসলে প্রান্তিকের মতো পুরুষ'রা ভাবে নিজের মতো করে মেয়েদের চালানোর কথা । মেয়েরা যেন কেবলমাত্র তাদের হাতের পুতুল । প্রান্তিকের সঙ্গে বিয়ের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায় হিসেবে বর্ষা ঠিক করলো এই সাহেবপুরা স্টেশনের রেল গাড়ি থেকে নেমে শেখর হোসেনের সংগঠনে ভর্তি হয়ে সমাজের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার কথা । ইনসাইড স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে মানুষকে ভালবাসতে শেখায় । এই অনুভব এর অংশীদার হয়ে যে কোন দেশে যে কোন মানুষের মধ্যে এই সাইটের মানুষরা বিলীন হয়ে স্বেচ্ছায় কাজ করতে পারে। বর্ষাও এই প্রতিষ্ঠান মানুষের ভাব ধারণা ও কাজ করার সত্তাকে দেখে সহজে তাদের সঙ্গে মিশতে পেয়েছিল। বর্ষার এই সিদ্ধান্ত দেখতে গেলে আকস্মিক নাটকীয় । কিন্তু রেল গাড়িতে উঠার পরে থেকে বর্ষা ও প্রান্তিকের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বর্ষার এক বিশেষ সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ষা দুর্বল মেয়ে নয়। দুঃখিত নিপীড়িত দুর্গত সকলকে সেবা করার মনোভাব তার ছিল। তা না হলে নিজে বিপদে পড়তে পারে যে নিয়োগ অতিরিক্ত জলের বোতল সে শেখর হোসেনকে দিয়ে আসতে পারে? প্রকৃতিতে আসলে মানুষের অন্তরে দয়া ক্ষমতা ক্ষমা ইত্যাদি গুণগুলো সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পরিবেশ ও পরিস্থিতিই সেই গুন সমূহের বিকশিত করে সকলের দৃষ্টিগোচর করে। বর্ষার হৃদয় মানবিক অনুভূতি এই বিশেষ অবস্থাসমূহ উপযুক্ত পরিবেশে দেখা দিয়েছিল। ফলে তার নেওয়া সিদ্ধান্তকে আমরা অস্বাভাবিক বলতে পারি না। বর্ষার এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন পুরুষের মতো নারীরাও নিজের চিন্তা ও আদর্শ মতে বেঁচে থাকতে পারে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পুরুষ নারীকে এক বন্দী জীবন যাপন করার জন্য বাধ্য করতে পারে না। সমাজে প্রত্যেক মানুষের এক স্বাধীন সত্ত্বা, আছে নিজস্ব চিন্তাধারা।

বিবাহ নারী-জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ রূপ। কিন্তু এই বিবাহ যদি নারীর নিজস্ব স্বাধীনতাকে খর্ব করে, নারী-মর্যাদাকে পদদলিত করে, নারীর ধারণাকে মূল্য না

দেয় তাহলে নারীর পূর্ণতা কোথায়? স্বামীর শয্যাশায়ী হওয়া ও সন্তানের জন্ম দিয়ে বংশ-পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে চলাই একটি নারীর জীবনের সর্বস্ব নয়। জীবনের পূর্ণতার জন্য নিজের স্বাধীনতাকে নিজের চিন্তা ভাবনাকে বিসর্জন দেয়া সকল নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। অনুরাধা শর্মা পূজারীর বর্ষা তেমনই এক সবল নারী চরিত্র । নিজের নারীসত্তা, নিজের চিন্তা, নিজের মনের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া এক স্বতন্ত্র নারী।

মানুষের জীবনে প্রেমের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু প্রেমই জীবনের সর্বস্ব নয়। অন্তত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে 'প্রেম মানে বন্দিত্ব নয়'। সেই বন্দিত্বের থেকে বর্ষা মুক্ত হয়। এই খন্ডটির শেষ অংশগুলো প্রতিটি ধর্মের চিত্র রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। উপন্যাসে কতগুলো বর্ষার প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। উপন্যাসের মূল বিষয় হলো নারী। ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত উপন্যাসটিতে প্রত্যেকটি অধ্যায় বর্ষার মধ্য দিয়ে লেখিকা জীবনের বাস্তব দিকগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বর্ষা সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। প্রেম বিবাহ মা-বাবা দিল্লি আমেরিকার থেকে সে বহু দূরে। ছোট গ্রামের মানুষগুলো তাদের অভাব অভিযোগ দুঃখ-যন্ত্রণা কথা শুনে বর্ষা কিছু আবেগী হয়ে পড়েছিল। এই আবেগের সঙ্গে বর্ষার নিজস্ব কিছু ক্ষোভ নিহিত ছিল। বর্ষার এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত জানার পরে ঘরের কেউ তার কারণে চিন্তা করেনি এ কথাটি বর্ষাকে বারবার কষ্ট দিচ্ছিল। বর্ষাকে বোঝার জন্য তার ঘরের মানুষ একবারও চেষ্টা করা যে করেনি, এই কথাটাই তাকে বারবার আঘাত করছিল। হঠাৎ সে অনুভব করল অন্ধকারে কয়েকটা আঙুলের স্পর্ষ তার আঙ্গুলে। বর্ষা হাতটা নামিয়ে নিল। মানুষের স্পর্শ যে এমন মুহূর্তে কতটা প্রেরণাময় বর্ষা চোখ বন্ধ করে তাই অনুভব করল। দ্বিতীয় বর্ষার ধারা বর্ষার জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করে এক নতুন পথের সন্ধান তার সামনে এনে দিল।

বর্ষা একটি সাধারণ মেয়ে। স্নেহ মমতা সুখ-দুঃখ আনন্দ ভালোবাসা সব কিছুর মধ্য দিয়ে সে বেঁচে থাকতে চায়। প্রান্তিকের জীবন থেকে সরে আসার মুহূর্তে বর্ষাকে এক অসাধারণ মেয়ে বলে মনে হচ্ছিল। যার হৃদয়ে প্রেম নামের ভাবনার কোন স্থান নেই। তৃতীয় বর্ষার ধারা আমাদের মনের অন্ধকার ভাবটা ছাড়িয়ে দিলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এইটাও স্পষ্ট করে দিল যে প্রেমের মানে দুটো শরীরের মিলন নয়। প্রেম মানে শুধুমাত্র বিবাহ নয়। ইনসাইট নামের এনজিওটির সহকর্মী সঞ্জীব এর সঙ্গে বর্ষার গড়ে ওঠা এই সম্পর্ক উপরোক্ত ভাবনাকে স্পষ্ট করে দেয়। ছোট গ্রামের মানুষের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে এক হয়ে পড়া বর্ষা—রাখি, সঞ্জীব, বিনোদিনী, তিতলিদের জীবনের করুণ কাহিনির সঙ্গে এক হয়ে পড়েছিল। অন্যের জীবন অন্যের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে জড়িত হয়ে তাদের জীবনের

সংসারে সামান্য আলোর রশ্মি বিলিয়ে দেওয়ার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করা এই সকল মানুষের জীবনের দুঃখ কষ্ট আর সংঘাতে ভরা। সেই সংঘাতে ভরা জীবনকে অবজ্ঞা করে মানবতাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের মহান কর্মে অগ্রসর করার বর্ণনায় প্রত্যেক পাঠককের অন্তরে এক করুণ দুঃখবোধের শিহরণ জাগিয়ে তোলে। সঞ্জীব ও বর্ষার জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু কোথাও যেন দুজনের মিল ছিল চিন্তা ধারার মধ্যে। বর্ষা নিজের আদর্শগত দিকটি আরোপ করেছিল সঞ্জীবের উপর। কিন্তু উপন্যাসের শেষের দিকে আমরা দেখি সঞ্জীবের হঠাৎ মৃত্যু হয়ে যায় । মাজুলী তে প্রজেক্ট এর কাজ করার সময় রহস্য গত ভাবে দুষ্কৃতীরা সঞ্জীব কে হত্যা করে । সঞ্জীবের মৃত্যুতে বর্ষা এক সত্যের মুখোমুখি হয়। এই সত্য বর্ষাকে এক অজানা শক্তি দান করে- যে শক্তি বর্ষা প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল। তাইতো সে হোসেনকে অনুরোধ করে মাদুলিতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সঞ্জীবকে বর্ষা নিজের কাজের মধ্য দিয়ে জীবিত রাখতে চায় এবং তার সাথে বর্ষা নিজেও জীবিত থাকতে চায়। এখানে থেকেই সে নতুন নতুন মানুষকে তথা ইন সাইটের কর্মীদেরকে জন্ম দেবে বলে হোসেনকে জানায়। বর্ষা হোসেনকে আরো জানায় সঞ্জীব যেভাবে বৃষ্টিকে ভালোবাসতো বর্ষাও মানুষকে বৃষ্টি ভালবাসতে শেখাবে। কারণ- *" বৰষুণ ভালপোয়া মানুহে মলিনতা ভাল পাব নোয়ারে ।"*৫ এখানেই উপন্যাসিক অনুরাধা শর্মা পূজারী এক অন্য পরিধি নির্মাণ করে পাঠকের কাছে এক অন্য বার্তা দিতে চেয়েছেন। এখানে তিনি দেখাতে চেয়েছেন আসলে মানুষ মরে গেলেও মানব থেকে যায়। সঞ্জীবদার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ করে আর বর্ষার সেই মৃত্যু থেকে আরও নতুন করে উদ্দীপনা নিয়ে নতুনভাবে কাজে লেগে যায়। লেখিকা উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্র হৃদয়ের এক করুণ কোমল অনুভূতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। প্রান্তিক থেকে সরে এসে, তাকে ভুলে থাকার জন্য বর্ষা সাহেবপুরার স্টেশনে অল্প সময়ের মধ্যে পরিচিত শেখর হোসেনদের সংগঠনের কাজে যুক্ত হয়ে যায়।অন্যদিকে সঞ্জীব এর মৃত্যুর পর বর্ষা মাদুলিতে থেকে সংগঠনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হোসেনের কাছে বলেছিল তার থেকে বর্ষার অনুভূতিশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সঞ্জীবের প্রতি এই প্রেম হল নিঃস্বার্থ প্রেম। ব্যক্তিবিশেষের প্রেম সময়ে সময়ে বিশ্বজনীন প্রেমে পরিবর্তিত হয়ে ওঠে- *" কিনকিনকৈ বৰষুণ আকৌ পৰিবলৈ ধৰিলে। বর্ষা চোতালৰ মাজত বৰষুণত থিয় হৈ থাকিল। চাহেবপুৰাৰ পৰা মজুলীলৈকে একেখন আকাশ, এখন আকাশৰ পৰাই পৰিছে বৰষুণ জাক। বৰষুণ জাক ঘুৰি ফুৰিব পাথাৰএ, নদীয়ে... "*/৬ এখানে উপন্যাসে আমাদের চারিদিকে কেবলই অন্ধকার সময়কে নির্মাণ করে থেমে থাকেননি । অন্ধকার সময়ে উত্তরণের পথ দেখিয়ে দেন। অন্ধকার যেমন থাকবে,পৃথিবীর বুকে আলোও থাকবে । রাত্রি যত গভীর হয় ততো নিকটেই থাকে। সেই জন্য ঔপন্যাসিক কেবলমাত্র গভীর রাতের বর্ণনা করে থেমে থাকেনি, রাত্রের গভীরতার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভোরের আগমনী বার্তা আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এখানেই উপন্যাসিক আশার আলো

আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন জায়গায় পরিবেশের বাস্তব বর্ণনা-উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা ও অঞ্চলকে সজীব করে তুলেছে। প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতাই উপন্যাসটিতে শক্তিশালী পটভূমি নির্মাণ করতে সহায় করে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ-হত্যা-ধর্ষণ ইত্যাদির বর্ণনাগুলিও বাস্তবভিত্তিক ও সংবেদনশীল। নারীকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার উপরেও ইনসাইড নামের প্রতিষ্ঠানটি স্বার্থহীন কার্য ও আত্ম বলিদান এর ছবি উপন্যাসটির মধ্যে এক অন্য মাত্রা দান করেছে। অনুরাধা শর্মা পূজারী উপন্যাসটির মধ্যে মানবিক অনুভূতিগুলির আবেগিক স্পর্শকাতর মুহূর্তের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করতে যথাযথ সফলতা লাভ করেছেন।

তথ্যসুত্র :

১। চাহেবপুৰাৰ বৰষুণ; ৰচনা সমগ্র; অনুরাধা শর্মা পূজারী; ক্রান্তিকাল প্রকাশন; নগাঁঅ-১, অসম; প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা – ৩৩১ ।

২। তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৩৫ ।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৪৫ ।

৪। তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৪৯ ।

৫। তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৫৫ ।

৬। তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৬৫ ।